বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অনলাইন জুয়া, বেটিং ও পর্নোগ্রাফি সাইট বন্ধে অংশীজনের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ০৪ নভেম্বর ২০২৫।

বিভিন্ন ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে জুয়ার কার্যক্রম । এতে বিদেশে অর্থ পাচারসহ হুমকির মুখে তরুণ সমাজ। তাই অনলাইনে জুয়া, বেটিং এবং পর্নোগ্রাফি সাইট বন্ধে করণীয় বিষয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি, নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মোবাইল অপারেটর এবং মোবাইলে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বিটিআরসি ভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশীজনদের গৃহীত পদক্ষেপ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

সভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিশেষ সহকারী জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, অনলাইন প্রতারণা, জালিয়াতি ও জুয়া বন্ধে একজন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র, সিম নাম্বার এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট তিনটাকে সমন্বতিভাবে যাচাই করা হবে। বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টালসমূহে জুয়া বন্ধে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক স্থিরতা বজায় রাখা, যুব সমাজের অবক্ষয় রোধ এবং অর্থপাচার বন্ধে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাদের নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। মোবাইল অপারেটরসমূহের বেটিং সাইটগুলোতে কারা ব্রাউজ করে সেগুলো সনাক্ত করবে এবং এমএফএস অপারেটরসমূহ যেসব অ্যাকাউন্টের লেনদেন সন্দেহজনক তা বিশ্লেষণ করে ডাটাবেজ তৈরি করবে। তিনি বলেন, জুয়া থেকে দেশের অনলাইন কে মুক্ত করতে হলে ট্রাফিক মনিটরিংয়ের মাধ্যমে লিংক স্লো করা এবং যেসব নম্বর থেকে লেনদেন হয় তার তালিকা তৈরি করতে হবে। এরপর নিশ্চিত হয়ে নম্বর ও অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হবে।

রেগুলেটর-আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ- মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল স্টেকহোল্ডারকে একসাথে কাজ করতে হবে জানিয়ে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. এমদাদ উল বারী (অব.) বলেন, জুয়া বন্ধে বিটিআরসি ও বাংলাদেশ মিলে এসবিভিএমপি সিস্টেম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। মোবাইল সিম সংখ্যা কমিয়ে আনাসহ এনইআইআর সিস্টেম কার্যকর হলে জুয়া কমে আসবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জুয়া সনাক্তে ক্রলিং ইঞ্জিন তৈরির কাজ চলছে জানিয়ে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারীরা জানান, জুয়ায় জড়িত থাকায় নতুন নতুন অ্যাকাউন্ট প্রতিনিয়ত বন্ধ করা হচ্ছে এবং ফোন নম্বর ধরে জাতীয় পরিচয়পত্রের কালো তালিকা করা হচ্ছে। শীর্ষ জুয়া সাইটসমূহে এডভান্সড এআই লিংক এর মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে জানিয়ে তারা বলেন, নজরদারি এড়াতে উক্ত সাইটগুলো আইপি ঠিকানা বন্ধ করে, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কসহ ক্রেডেনসিয়াল বন্ধ করে দেয়। সেন্ট্রাল পোর্টাল চালু করে সিমসহ এনআইডি কালো তালিকাভুক্ত করে সেটা সবখানে ছড়িয়ে দিলে অপারাধী অনেকাংশে কমে আসবে এবং লেনদেন সংখ্যা ও ভলিউম বিশ্লেষণ করে অ্যাকাউন্ট সনাক্ত হচ্ছে বলে জানান তারা ।

সম্বলিত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ না করলে জুয়া বন্ধ করা সহজ হবে না জানিয়ে ডিজিএফআই এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিটিআরসিকে ফোকাল পয়েন্ট রেখে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এনএসআই প্রতিনিধিরা সভায় অবগত করেন যে, দেশীয় চক্রের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে একটি চক্র যুক্ত হয়ে অনলাইনে অপরাধ করে যাচ্ছে। তারা বিদেশে বসে কলসেন্টার চালু করে জুয়া ও বেটিং এর প্রচারণা চালায়। মোবাইল ও আইএসপি অপারেটরদের কনটেন্ট সনাক্তের সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন তারা।

নির্বাচন কমিশন থেকে আগত প্রতিনিধি জানান, নির্বাচন কমিশন ও বিটিআরসি মিলে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এছাড়া, ডুপ্লিকেশন এড়াতে স্মার্ট আইডি ও পুরানো আইডি ম্যাপিং নিয়ে কাজ শুরু হচ্ছে বলেও জানান তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংক পক্ষ থেকে জানানো যায়, সিম, জাতীয় পরিচয়পত্র ও এমএফএস অ্যাকাউন্ট সমন্বয় করা জরুরি উল্লেখ করে তারা বলেন, এই তিনটির যদি মন্বয় করা হলে জুয়া সংক্রান্ত অপারধ ৮০ শতাংশ সমাধান করা সম্ভব।

মোবাইল অপারেটরদের প্রতিনিধিরা জানান, অপারেটরগুলো তাদের নিজ নিজ কারিগরী সক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষতিকর কনটেন্ট বন্ধ করছে এবং জুয়া, পর্নোগ্রাফি বন্ধে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরো বাড়ানো হচ্ছে বলেও জানান তারা।

সভাপতির বক্তৃতায় আগত প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। সকল পক্ষের নীতিনির্ধারণী ও কারিগরী টিমসমূহকে সাথে নিয়ে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে শিগগির আরো কার্যকরী পদেক্ষপ গ্রহণ করা হবে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

অনুরোধক্রমে

০৪/১১/২০২৫

মো: জাকির হোসেন খাঁন
উপ-পরিচালক (মিডিয়া)
মোবাইল: ০১৫৫২২০২৮৪০
zakirkhan@btrc.gov.bd

১। মহাপরিচালক,বাংলাদেশ টেলিভিশন।
দৃষ্টি আকর্ষণ: উপ-মহাপরিচালক (বার্তা)
২। প্রধান বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ; ঢাকা।
৩। হেড অব নিউজ/চিফ রিপোর্টার/ অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর;
বার্তাসংস্থা/টেলিভিশন চ্যানেল/ রেডিও স্টেশন, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। মহাপরিচালক (সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ), বিটিআরসি।
২। সচিব, বিটিআরসি।
৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিটিআরসি।
৪। অফিস কপি।